

২১ মে, ২০০২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত  
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

২১শে মে, ২০০২ ইং তারিখে মাননীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জনাব সালাহ উদ্দিন আহমদ-এর সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে কর্তৃপক্ষের ৭৫তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় যোগাযোগ উপমন্ত্রী জনাব আসাদুল হাবিব দুলু উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত আছে।

আলোচ্যসূচী-১ঃ ৭৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সভাপতির সম্মতিক্রমে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক যসবেক-এর ৭৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। উক্ত কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচী-২ এ বর্ণিত যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদার হ্যাম-ভোয়া কর্তৃক পেশকৃত দাবী (Claim) নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিম্পত্তিক্রমে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদন অনুমোদন ও সুপারিশকৃত অর্থ পরিশোধ"-এর বিষয়ে সভায় প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার প্রেক্ষিতে এ বিষয়টির ওপর আলোচনা করা হয়।

২। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, ৭৪তম বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদার হ্যামভোয়া (HAM-VOA) কর্তৃক পেশকৃত দাবী যা আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে তা পরিশোধের জন্য উক্ত সভায় সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটিতে পেশ করা হয় এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। আলোচ্য সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত দেখতে চাইলে তা উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর ৭৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর ওপর বোর্ডের সদস্যদের কোন মন্তব্য না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-২ঃ যমুনা সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ে নিয়োজিত ঠিকাদার জোমাক-এর ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী চুক্তি জুন/২০০৩ মাসে সম্পন্ন হওয়ার পর নতুন ঠিকাদার নিয়োগ প্রসঙ্গে।

যমুনা সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান জোমাক (JOMAC)-এর দায়িত্ব শেষ হওয়ার পর নতুন ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়টি সভায় পেশ করে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, যমুনা সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় এবং সেতু নিরাপত্তার লক্ষ্যে ১/৩/৯৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৫৫তম বোর্ড সভায় এ সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের (O&M) জন্য ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জোমাক (JOMAC)-কে ১৯৯৮ সাল হতে পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি আরও জানান যে, যমুনা সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ জোমাক-কে প্রতি বছর প্রায় ২৫.০০ (পঁচিশ) কোটি টাকা পরিশোধ করতে হয়। যমুনা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে গৃহীত ঋণ সুদসহ পরিশোধের জন্য ২০০৪ সাল হতে সেতু কর্তৃপক্ষকে বছরে প্রায় ৯৫.০০ (পচানবই) কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। বর্তমানে বছরে প্রায় ২০.০০ (তেইশ) কোটি টাকা সুদ বাবদ পরিশোধ করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের সংস্থাপন ব্যয়সহ সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় হবে বছরে প্রায় ৪০.০০ (চাল্লিশ) কোটি টাকা। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধসহ সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ২০০৪ সাল হতে বছরে ব্যয় হবে প্রায় ১৩৫.০০ (একশত পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকা। বর্তমানে টোল হতে বছরে প্রায় ৯৬.০০ কোটি টাকা আয় হচ্ছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২০০৪/২০০৫ সাল হতে বছরে প্রায় ১৩৮.০০ (একশত আটত্রিশ) কোটি টাকা টোল বাবদ আদায় হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

২। জুন, ২০০৩ এ জোমাক-এর সাথে সম্পাদিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যমুনা সেতু কি পদ্ধতিতে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে সে বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন :

- ক) বর্তমানে চালুকৃত পদ্ধতিতে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য পুণরায় ঠিকাদার নিয়োগ;
- খ) আন্তর্জাতিক দরপত্রে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা কমিয়ে তার পরিবর্তে দেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা। সেক্ষেত্রে সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমে যাবে;
- গ) প্রকল্পের কিছু কিছু উপাঙ্গ যেমন- দু'প্রান্তের সংযোগ সড়ক, Bridge End Facilities (BEF) এলাকা, Housing complex এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে রেখে Toll operation, মূল সেতু, গাইড বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হলে চুক্তি মূল্য হ্রাস পেতে পারে। এক্ষেত্রে যবসেক-এ একজন অভিজ্ঞ দেশী/বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

৩। উথাপিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে অনুচ্ছেদ-'গ' তে বর্ণিত পদ্ধতি সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য বলে নির্বাহী পরিচালক মত প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রায় এক ত্রুটীয়াংশ কমে যাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সভায় উপস্থিত কোন কোন প্রতিনিধি স্বল্প মেয়াদে অর্থাৎ ২(দুই) বৎসরের জন্য সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায়ের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এ ক্ষেত্রে ঠিকাদারের দাখিলকৃত দর অধিক হবে বিবেচনায় ৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ যুক্তিসঙ্গত হবে বলে সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী উল্লেখ করেন। সভায় সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ উল্লেখ করেন যে, সেতু এলাকায় সেনাবাহিনী অবস্থান করছে এবং বর্তমানে যে পদ্ধতিতে টোল আদায় করা হচ্ছে তা সেনাবাহিনীর জনবল দ্বারা সম্ভব। এ জন্য কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। তিনি টোল আদায় ও সেতু এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর উপর ন্যস্ত করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের প্রস্তাব করেন।

৪। সেতু এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের একটি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ইতোপূর্বে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে নিরাপত্তার দায়িত্ব সেনাবাহিনীকে দিলে পর্যটন কেন্দ্র বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দিতে পারে বলে প্যানেল অব এক্সপার্টের সদস্য ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক প্রস্তাবিত কার্যপত্রের অনুচ্ছেদ-৪(গ) এর প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন। সভায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সেতু রক্ষণাবেক্ষণে ঠিকাদার নিয়োগে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ের ওপর বিভিন্ন সদস্য/প্রতিনিধির আলোচনার প্রেক্ষিতে মাননীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ঠিকাদার নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজ/দরপত্র প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনে উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে তিনি সেতু এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওপর অর্গান করার বিষয়ে মত পোষণ করেন।

৫। বিস্তারিত আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

- ক) যমুনা সেতুর দু'প্রান্তের সংযোগ সড়ক, Bridge End Facilities (BEF) এলাকা এবং Housing complex এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিচালনা করবে;
- খ) মূল সেতু, গাইড বাঁধ ও হার্ড পয়েন্টের রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায় কার্যক্রমের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করতে হবে;

- গ) সেতু এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পালন করবে। তবে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নিরাপত্তা এলাকা নির্ধারণ করতে হবে।
- ঘ) আগামীতে যমুনা সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির কাগজ/দরপত্র প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা যেতে পারে।

### আলোচ্যসূচী-৩ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ভবন নির্মাণ কাজের স্থাপনা ও কারিগরী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BCL-DECON-এর কাজের মেয়াদ এবং তদারকী ফি বৃদ্ধি অনুমোদন প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ভবন নির্মাণ কাজের স্থাপনা ও কারিগরী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BCL-DECON-এর কাজের মেয়াদ এবং তদারকী ফি বৃদ্ধি প্রসঙ্গটি সভায় উপস্থাপন করে নিবাহী পরিচালক জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের নক্সা প্রণয়ন এবং নির্মাণ কাজের তদারকীর জন্য ৫৯তম বোর্ড সভায় BCL-DECON-কে উপদেষ্টা সংস্থা হিসাবে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপদেষ্টা সংস্থার সাথে ১৭ মাস মেয়াদী একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তিনি আরও জানান যে, অতিরিক্ত ১২ মাস Maintenance period সহ উপদেষ্টা সংস্থার মেয়াদকাল ছিল মার্চ' ২০০০ ইং পর্যন্ত। ভবনটি প্রধান সড়ক সংলগ্ন হওয়ায় যানবাহনের কারণে সৃষ্টি অসুবিধার বিষয় বিবেচনায় এনে সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভায় Central Air Condition স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। Central Air Condition এর নক্সা প্রণয়ন এবং তদারকীর জন্য উপদেষ্টা সংস্থাকে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করতে হয়। বিষয়টি বিবেচনা করে বর্ধিত সময়ের জন্য ০.৭৫% থেকে ১.০৫% ফি বৃদ্ধিকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, কার্যপত্রে উল্লেখিত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের ফি বাবদ অতিরিক্ত মোট ব্যয় ১,৯৪,১৪৬.০০ টাকার পরিবর্তে ২,৩০,০০০.০০ হবে।

### ২। আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান (BCL-DECON)-এর বর্ধিত সময়ের জন্য সুপারভিশন ফি বাবদ অতিরিক্ত ২,৩০,০০০.০০ (দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা সভায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদিত হয়।

### আলোচ্যসূচী-৪ : যমুনা সেতুর উভয় পাড়ে থানা নির্মাণের জন্য প্রাকলিত মূল্যের অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন প্রসঙ্গে।

যমুনা সেতুর উভয় পাড়ে থানা নির্মাণ কাজের প্রাকলিত ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, মন্ত্রিসভার ৩/৮/১৯৯৮ ইং তারিখের বৈঠকে সেতুর উভয় পাড়ে দু'টি থানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে থানা দু'টি নির্মাণের প্রাকলন চাওয়া হয়। উক্ত অধিদপ্তর হতে থানা দু'টি নির্মাণের জন্য মোট ৫,৬৪,৫২,৯৩২.০০ (পূর্ব থানা ২,৮২,৫৯,৯২৮.০০ টাকা, পশ্চিম থানা ২,৮১,৯২,৯১৫.০০ টাকা) টাকার প্রাকলন পাওয়া যায়, যা সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৪তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। তিনি আরও জানান যে, বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নক্সা সংশোধন করা হয়। এতে প্রাকলিত ব্যয়ের পরিমাণ দাঢ়ায় ৫,৭৪,৬২,৬৯৭.৩০ টাকা। পরবর্তীতে থানাদ্বয়ের নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়নের পর সর্বনিম্ন দাখিলকৃত দরদাতার অনুকূলে ৬,০০,৯২,১৪৩.০০ (পূর্ব থানা- ৩,০১,০৭,৪৯৪.০০ টাকা এবং পশ্চিম থানা- ২,৯৯,৮৪,৬৪৯.০০ টাকা) টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রাকলিত ব্যয়ের তুলনায় বর্তমানে ৩৬,৩৯,২২০.০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে সদস্যদের কোন আপত্তি না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

২। আলোচনাতে এ বিষয়ে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতুর উভয় পাড়ে থানাদ্বয়ের নির্মাণ কাজের জন্য অতিরিক্ত ৩৬,৩৯,২২০.০০ (ছয়ট্রিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুইশত বিশ) টাকাসহ মোট প্রাকলিত ব্যয় ৬,০০,৯২,১৪৩.০০ (ছয় কোটি বিরানবই হাজার একশত তেচল্লিশ ) টাকা সভায় অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৫ : যমুনা সেতুর উভয় পার্শ্বে থানা কমপ্লেক্সহ সেতুর উভয় পার্শ্বের public facilities নির্মাণ কাজের ডিজাইন ও ড্রইং এর কাজে উপদেষ্টা সংস্থা BCL-DECON Consortium-এর নিয়োগের বিষয়টি অনুমোদন প্রসঙ্গে।

যমুনা সেতুর উভয় পার্শ্বে থানা কমপ্লেক্সহ সেতুর উভয় পার্শ্বের public facilities নির্মাণ কাজের ডিজাইন ও ড্রইং এর কাজে উপদেষ্টা সংস্থা BCL-DECON Consortium-এর নিয়োগের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, সেতুর উভয় পাড়ে থানা অফিস ও আবাসিক ভবনের নক্সা প্রণয়নের জন্য সেতু ভবনের উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান BCL-DECON-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কাজের জন্য তাদের ফি-এর পরিমাণ ছিল ১০,০৫,০০০.০০ (দশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা। পরবর্তীতে সেতু এলাকায় জনসাধারণের সুবিধার্থে কিছু অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন : ওভার ব্রীজ, শপিং মল, বাসবে, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ কাজের নক্সা প্রণয়নের দায়িত্ব উক্ত প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়। সেতু এলাকায় উক্ত সুবিধাদিসমূহের নির্মাণ কাজের জন্য soil test এবং নক্সা প্রণয়ন বাবদ উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের ফি-এর পরিমাণ দাঢ়ায় যথাক্রমে ২,১৩,৪১৫.০০ (দুই লক্ষ তের হাজার চারশত পনের) টাকা এবং ১৩,৪৬,৬০০.০০ (তের লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ছয়শত) টাকা। অর্থাৎ থানা ভবন এবং সেতু এলাকায় অন্যান্য সুবিধাদিসমূহের নক্সা প্রণয়নের জন্য উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ফি-এর পরিমাণ দাঢ়ায় ২৫,৬৫,০১৫.০০ (পঁচিশ লক্ষ পঁয়ষ্ঠতি হাজার পনের) টাকা। উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের বাড়তি কাজ করার জন্য অতিরিক্ত ফি প্রদানের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালকের প্রস্তাবের সাথে সভার সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

২। আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতুর উভয় পাড়ে থানা ভবনসহ অন্যান্য সুবিধাদিসমূহ (যেমন : ওভার ব্রীজ, শপিং মল, বাসবে, মসজিদ ইত্যাদি) নক্সা প্রণয়ন বাবদ উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান BCL-DECON Consortium-এর সর্বমোট ফি ২৫,৬৫,০১৫.০০ (পঁচিশ লক্ষ পঁয়ষ্ঠতি হাজার পনের) টাকা সভায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৬ : Prof. F. Molenkamp, University of Manchester Institute of Science and Technology, UK-কে যমুনা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ২নং চুক্তির (নদীশাসন ও ভূমি উদ্ধার) ঠিকাদারের দাবী নিষ্পত্তি করণের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ও তার পরামর্শ সেবা বাবদ ১২,০০০.০০ পাউন্ড পরিশোধ প্রসঙ্গে।

যমুনা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদারের দাবী নিষ্পত্তি করণের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ Prof. F. Molenkamp-এর ফি-এর বিষয়টি উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, যমুনা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদারের দাবী নেগেসিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যমুনা নদীর বালুর behaviour সমক্ষে নিরপেক্ষ মতামত প্রদানের জন্য soil expert, Prof. F. Molenkamp-কে নিয়োগ দেয়া হয়। Prof. F. Molenkamp, University of Manchester Institute of Science and

Technology, UK-তে অধ্যাপনা করেন এবং চুক্তি নং-২ এর টেক্সার প্রগ্রামকালে তিনি এ কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন, বিধায় তাঁর এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা আছে। তিনি জানান যে, ঠিকাদারের উত্থাপিত দাবী নং-১০ অর্থাৎ changed ground condition at the West Guide Bund-এর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য দৈনিক ১০০০.০০ পাউন্ড (যথসেক কর্তৃক অনুমোদিত) করে ১২ দিনের জন্য Prof. F. Molenkamp-এর সর্বমোট ফি-এর পরিমাণ দাড়িয়েছে ১২,০০০.০০ (বার হাজার) পাউন্ড।

২। আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতু প্রকল্পের আওতায় চুক্তি নং-২ এর দাবীসমূহ নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকল্পে Prof. F. Molenkamp এর পরামর্শ সেবা প্রদান বাবদ ১২ দিনের জন্য সর্বমোট ফি ১২,০০০.০০ (বার হাজার) পাউন্ড সভায় অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-৭ : কন্ট্রাক্ট-৭ (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ) এলাকা, পুনর্বাসন এলাকা ও ভূয়াপুর-চরগাবসারা সড়কপার্শ্বস্থ বরোপিট ও পুকুর (মোট আয়তন ৫৪.৮৫ হেক্টের) নির্ধারিত বার্ষিক হারে দু'টি এনজিও-কে ৭ বছরের জন্য ইজারা প্রদান।

কন্ট্রাক্ট-৭ (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ) এলাকা, পুনর্বাসন এলাকা ও ভূয়াপুর-চরগাবসারা সড়কপার্শ্বস্থ বরোপিট ও পুকুর (মোট আয়তন ৫৪.৮৫ হেক্টের) নির্ধারিত বার্ষিক হারে দু'টি এনজিও-কে ৭ বছরের জন্য ইজারা প্রদান প্রসঙ্গটি নির্বাহী পরিচালক সভায় উত্থাপন করে জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী এনজিও সোবাস চুক্তি নং-৭ এর পশ্চিম পার্শ্বে ৩৬টি বরোপিট, ভূয়াপুর-চরগাবসারা সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে ২৬টি বরোপিট এবং পূর্ব পুনর্বাসন এলাকায় ৪টি পুকুরসহ মোট ৫৪.৮৫৪ হেক্টের আয়তনের ৬৬টি বরোপিট ও পুকুর সংস্কারপূর্বক মৎস্য চাষ চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৩১/১২/২০০০ ইং তারিখে উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। পরবর্তীতে সংস্কারকৃত উক্ত বরোপিট এবং পুকুরগুলো ইজারা নেয়ার জন্য এনজিও সোবাস এবং বিডিপি-বাংলাদেশ আবেদন করে। এর প্রেক্ষিতে পরিবেশ ইউনিটের বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও-এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ইজারা মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারা বছর পানি থাকে এমন বরোপিট/পুকুর হেক্টের প্রতি ৮০০০.০০ (আট হাজার) এবং ২ থেকে ৬ মাস পানি থাকে এমন বরোপিট/পুকুর হেক্টের প্রতি ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা হারে ৫৬টি বরোপিট ও পুকুর সোবাসকে ৭(সাত) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ১০টি বরোপিট হেক্টের প্রতি ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা ও ৩,৫০০.০০ (তিনি হাজার পাঁচশত) টাকা হারে এনজিও বিডিপি-বাংলাদেশ-কে একই সময়ের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়।

২। নির্বাহী পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, নির্ধারিত ইজারা মূল্য অনুযায়ী ১(এক) বৎসরের জন্য বিডিপি-বাংলাদেশ ৬৮,৮৭৩.০০ (আটাশটি হাজার আটশত তিয়াক্ষেত্র) টাকা এবং সোবাস ১,৭৭,১৮৬.০০ (এক লক্ষ সাতাশত হাজার একশত ছিয়াশি) টাকা যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষকে প্রদান করেছে। নির্বাহী পরিচালকের উপস্থাপিত এ বিষয়ের ওপর বিশদ আলোচনার প্রেক্ষিতে সভায় কোন কোন প্রতিনিধি ৭ বৎসরের স্থলে ৩ বৎসরের জন্য ইজারা প্রদানের প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের পরিবেশ ইউনিটের অতিরিক্ত পরিচালক সভায় মন্তব্য করেন যে, এনজিও-দের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সময় কমানো হলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জটিলতা দেখা দিতে পারে। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ৩ বৎসরের জন্য ইজারা প্রদান এবং পরবর্তীতে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ইজারা দেয়ার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

৩। আলোচনাত্তে এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতু এলাকায় চুক্তি নং-৭ এর পার্শ্বে, ভূয়াপুর-চরগাবসারা সড়কে এবং পূর্ব পুনর্বাসন এলাকায় ৭.৩২৮ হেক্টর আয়তনের ১০টি বরোপিট এনজিও বিডিপি-বাংলাদেশ এবং ৪৭.৫৬২ হেক্টর আয়তনের ৫৬টি বরোপিট ও পুকুর এনজিও সোবাস-এর অনুকূলে চুক্তির শর্ত সংশোধনক্রমে ৭ বৎসরের পরিবর্তে ৩ বৎসরের জন্য ইজারা প্রদান এবং মেয়াদাত্তে দরপত্রের মাধ্যমে নতুনভাবে ইজারা প্রদান এবং প্রয়োজনে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচী-৮ : বাংলাদেশ রঞ্জাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)-কে ৭০(সত্ত্বর) একর জমি লীজ প্রদানের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

যমুনা সেতু এলাকায় ৭০ একর জমি ব্র্যাক-কে লীজ প্রদানের বিষয়টি সভায় তুলে ধরে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, সেতুর পূর্ব পাড়ে হার্ড পয়েন্টের জন্য অধিগ্রহণকৃত ৩০৯.৫৪ একর জমির মধ্যে ৭১.৪২ একর জমি অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। তিনি জানান যে, যমুনা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০০০ পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্নমুখী দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী যেমন : কৃষি কাজ ও বনায়ন, পোল্ট্রি ও লাইভস্টক, মৎস্য চাষ ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে ব্র্যাক হার্ড পয়েন্ট এলাকায় ৩০০ একর জমি লীজ প্রদানের অনুরোধ জানায়। কিন্তু সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৩তম বোর্ড সভায় সেতু এলাকায় অব্যবহৃত জমি দীর্ঘমেয়াদী লীজ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সেতু এলাকায় অব্যবহৃত জমি অবৈধ দখলমুক্ত রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি লক্ষ্য রেখে একর প্রতি বার্ষিক ২৯০০.০০ হারে ৭০ একর জমি ৩ বৎসর মেয়াদের জন্য ব্র্যাককে লীজ প্রদানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে সম্মত হয় বলে নির্বাহী পরিচালক জানান।

২। আলোচনাত্তে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

- ক) যমুনা সেতু এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কৃষি কাজ ও নবায়ন, পোল্ট্রি ও লাইভস্টক, মৎস্য চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেতুর পূর্ব প্রান্তে হার্ড পয়েন্ট এলাকায় অব্যবহৃত ৭০ একর জমি প্রতি একর ২৯০০ .০০ (দুই হাজার নয়শত) টাকা হারে ৩ বৎসরের মেয়াদের জন্য বাংলাদেশ রঞ্জাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)-কে লীজ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  
খ) সেতু এলাকায় সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমির ওপর ভিত্তি করে একটি Area Map প্রণয়ন করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৯ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ রেগুলেশন ১৯৯৯ বঙ্গানুবাদের জন্য সম্মানী প্রদান প্রসঙ্গ।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ রেগুলেশন ১৯৯৯ বঙ্গানুবাদের জন্য সম্মানী প্রদানের বিষয়টি তুলে ধরে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব বিচারপতি মোঃ আবদুল কুদুস চৌধুরী যমুনা সেতু নির্মানের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য ইংরেজীতে যবসেক-এর রেগুলেশন' ১৯৯৯ প্রণয়ন করেন, যা পরবর্তীতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করলে তা বাংলা ভাষায় রূপান্তরের পরামর্শ দেয়া হয়। বিচারপতি চৌধুরী রেগুলেশনটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেন এবং এ কাজের জন্য ঘণ্টায় ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা হারে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৮ ঘণ্টা হিসাবে ২০ দিনের জন্য মোট ৩,২০,০০০.০০ (তিনি লক্ষ বিশ হাজার) টাকা দাবী করেন। তাঁর দাবীর প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো) এর মতামত চাওয়া হলে প্রতি ১০০০ (এক হাজার) শক্ত বঙ্গানুবাদের জন্য অনুবাদকারীকে ১০০.০০ (একশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদানের বিধান আছে বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানান হয়। এ হিসাবে যবসেক-এর রেগুলেশন বঙ্গানুবাদের

জন্য সম্মানীর পরিমাণ দাড়ায় ৫৭১.০০ (পাঁচশত একাত্তর) টাকা। বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

### সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের 'রেগুলেশন' ১৯৯৯ বাংলা ভাষায় রূপান্তরের জন্য দাবীকৃত বিল চূড়ান্তকরণের বিষয়ে অনুবাদকের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচী-১০ : যমুনা সেতু পারাপারের জন্য সশস্ত্রবাহিনীকে টোল প্রদান হতে অব্যহতি প্রদান প্রসঙ্গ।

যমুনা সেতু পারাপারের জন্য সশস্ত্রবাহিনীকে টোল প্রদান হতে অব্যহতি প্রদান প্রসঙ্গটি সভায় উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক বলেন যে, The Tolls (Army And Air Force) Act, ১৯০১ অনুসারে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের 'যমুনা সেতু' পারাপারের জন্য টোল প্রদান হতে অব্যহতি চেয়ে বাংলাদেশ সেনা সদর দপ্তর অত্র কর্তৃপক্ষের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ পত্র যোগাযোগ করে আসছে। তিনি আরও জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশ ১৯৯৮ এর ১০ (২) (জি) ধারা অনুসারে বঙ্গবন্ধু সেতু পারাপারের জন্য সকল ব্যক্তি ও সংস্থার যানবাহনের ক্ষেত্রে টোল পরিশোধ বাধ্যতামূলক এবং ত নং ধারা অনুসারে পূর্বের সকল আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের ওপর জেএমবিএ অধ্যাদেশের বিধানই প্রধান্য পাবে মর্মে উল্লেখ থাকায় সেনাসদস্যদের সেতু পারাপারের ক্ষেত্রে টোল পরিশোধ থেকে অব্যহতি প্রদানে অত্র কর্তৃপক্ষের অপারগতার বিষয়ে ইত:পূর্বে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। কিন্তু একই বিষয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী তাদের টোল মওকুফ সুবিধা প্রাপ্তির প্রয়াস অব্যাহত রাখে। ফলে বিষয়টি সম্পর্কে অইনগত মতামত প্রদানের জন্য জেএমবিএ-এর আইন উপদেষ্টা সৈয়দ ইসতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটেস এর নিকট পাঠানো হয়। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা তাঁর মতামতে জানান যে, যবসেক অধ্যাদেশ-এর ১০(২) জি ধারায় যেহেতু 'May' শব্দটি রয়েছে, সুতরাং প্রশাসনিক ও আর্থিক বিবেচনার ভিত্তিতে এ সম্পর্কে যবসেক-এর সিদ্ধান্ত নেয়ার Discretion রয়েছে।

২। নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সশস্ত্র বাহিনীর মতো টোল মওকুফের অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ, বিডিআরসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহ। তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে যবসেক তার অপারগতার কথা সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, The Tolls Act, 1851-এর ৪(বি) ধারায় যে কোন সরকারী কর্মচারী, তার দ্বারা নিয়োজিত যানবাহন ও প্রাণীকে টোল থেকে অব্যহতি প্রদানের বিধান রয়েছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে যদি টোল পরিশোধ হতে অব্যহতি প্রদান করা হয়, তবে উক্ত আইনের আওতায় প্রায় সকল সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের একই সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে যবসেক-এর একটি নীতিগত বাধ্যবাধকতা চলে আসবে।

৩। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, যমুনা সেতু নির্মাণের জন্য সরকার নিজস্ব তহবিল বাতীত বিদেশী সাহায্য সংস্থা থেকে প্রায় ২,৪০০/- (দুই হাজার চারশত) কোটি টাকা খন গ্রহণ করেছে। বিদেশী ঋণের সমূদয় অর্থ আগামী ২০৩৪ সালের মধ্যে সুদসহ কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করতে হবে। এই খন ও সুদের টাকা পরিশোধ করতে বছরে প্রায় গড়ে ১০০(একশত) কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য বছরে প্রায় ৪০(চালিশ) কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এ ব্যয় মেটানোর জন্য আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে টোলের অর্থ। সুতরাং যথাযথভাবে টোল আদায় না হলে খন ও সুদের টাকা সময়মত পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। এ প্রসঙ্গে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, সেতু পারাপারের জন্য সেনাবাহিনী কোথাও টোল দেয় না। কাজেই যমুনা সেতু পারাপারেও সেনাবাহিনীকে টোল প্রদান হতে অব্যহতি দিতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এ ব্যাপারে দিমত পোষণ করেন। এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক সেতু পারাপারে টোল প্রদান সম্ভব হবে বলে অভিমত পেশ করেন। বিভিন্ন সদস্যের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মাননীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সভায় প্রস্তাব রাখেন যে সেনাবাহিনী মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীকে এ বিষয়ে পত্র লিখবে। উভয় মন্ত্রীর মধ্যে আলোচনার পর তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট তা পেশ করা হবে।

৪। বিস্তারিত আলোচনার পর এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতু পারাপারে সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে টোল হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সেনাবাহিনী মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী বরাবর পত্র লিখবে। উভয় মন্ত্রীর মধ্যে আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর পেশ করবে।

**আলোচ্যসূচী-১১ :** সেতুর নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে নিয়োজিত সেনাসদস্যদের দৈনিক ভাতা, যানবাহন ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যয়িত ৭,৫৪,৫৬৮.৫৭ টাকা পরিশোধ প্রসঙ্গে।

নির্বাহী পরিচালক আলোচ্যসূচী-১১ তে বর্ণিত বিষয়ে জানান যে, যমুনা সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর যানবাহন চলাচলের জন্য ১৯৯৮ সালে ২৩ জুন সেতুটি উদ্বোধন করা হয়। সেতু উদ্বোধনের প্রাক্কালে সেতুর ওপর স্থাপিত গ্যাস পাইপলাইনটি ধসে পড়ে। ফলে সে সময়ে সেতু নিরাপত্তার বিষয়টি সরকারের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। সরকার সেতুর নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনীর পাশাপাশি সেনাবাহিনীর টার্ম্পকফোর্স নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২/৬/৯৮ তারিখ থেকে ২৪/৭/৯৮ তারিখ পর্যন্ত এক বিশেষ সেনাবাহিনী মোবাইল পেট্রোলিং ডিউটি নিয়োজিত থাকে। উক্ত পেট্রোলিং ডিউটির জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র-বাহিনী বিভাগ থেকে বিভিন্ন সময় পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার-এর আওতায় সেনা সদস্যদের দৈনিক ভাতা, যানবাহন ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যয়িত ১০,০২,৫৬৮.৪৩ টাকা (দশ লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত আটাশ টাকা তেতালিশ পয়সা) দাবী করে এবং কর্তৃপক্ষ থেকে উক্ত টাকা যথারীতি পরিশোধ করা হয়।

২। তিনি সভায় জানান যে, সেনাবাহিনী ০৮/০৫/২০০১ তারিখে এক পত্রের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে এ মর্মে অবহিত করে যে সংযোগ সড়কে বেআইনী চাঁদা আদায়, যত্রত্র যানবাহন পার্কিং দোকানপাটি স্থাপন ইত্যাদি প্রতিরোধ করার জন্য ০৯/০৮/৯৮ তারিখ থেকে ৩১/০৮/২০০০ তারিখ পর্যন্ত সেনাবাহিনী সেতু এলাকায় মোবাইল পেট্রোলিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ বাবদ সেনা-সদস্যদের দৈনিক ভাতা, যানবাহনের জ্বালানী খরচ ও অন্যান্য খরচ ব্যয়িত ৭,৫৪,৫৬৮.৫৭ (সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশত টাকা সাতাশ পয়সা) টাকা পরিশোধের জন্য অত্র কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে।

৩। নির্বাহী পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, সরকারের সিদ্ধান্তগ্রন্থে সেতু এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি সংশ্লিষ্ট স্থাপনের জন্য সেতু কর্তৃপক্ষ যমুনা সেতুর উভয় পার্শ্বে প্রয়োজনীয় ( $30+30=60$  ঘাট) একর জমি বরাদ্দ করেছে। কিন্তু উক্ত বিশেষ কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৈনিক ভাতা, যানবাহনের জ্বালানী খরচ ও অন্যান্য খরচ পরিশোধের বিষয়ে ইত্তে পূর্বে এ কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ অবহিত করা হয়নি বা কর্তৃপক্ষের কোন সম্মতিও গ্রহণ করা হয়নি। সেতু এলাকায় মোবাইল পেট্রোলিং কার্যক্রম পরিচালনা সংশ্লিষ্ট বিশেষের Routine Duty এর পর্যায়ভূক্ত। তাহাড়া, অনিদিষ্টকালের জন্য সেনাবাহিনীর এই বিপুল ব্যবহার বাস্তবতার নিরিখে কর্তৃপক্ষের পক্ষে বহুল করাও সন্তুষ্ট নয়। মাননীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, যেহেতু ইত্তে পূর্বে অনুরূপ একটি বিল পরিশোধ করা হয়েছে, তাই এ বিলটি পরিশোধ করা যায়। এ বিষয়ে সভায় অন্যান্য সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

৪। এ বিষয়ে আলোচনাত্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে দাবীকৃত ৭,৫৪,৫৬৮.৫৭ (সাত লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশত আটাশটি টাকা সাতাশ পয়সা) টাকা পরিশোধের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়।

**আলোচ্যসূচী-১২ :** যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক মরহুম আবু সাইদ-কে চিকিৎসা বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান মঞ্জুর।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক মরহুম আবু সাইদ-কে চিকিৎসা বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান মঞ্জুরের বিষয়টি সভায় উৎপাদন করেন নির্বাহী পরিচালক বলেন যে, অধুনালুণ্ঠ যমুনা সেতু বিভাগের সহকারী সচিব/যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক মরহুম জনাব মো: আবু সাইদ প্রশাসন ক্যাডারভুক্ত একজন কর্মকর্তা ছিলেন। যমুনা সেতু বিভাগ ও কর্তৃপক্ষে যোগদানের পর থেকে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সেতু বিভাগে যোগদানের পর থেকে মরহুম আবু সাইদ ডায়াবেটিক ও কিডনীজনিত জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন এবং এক পর্যায়ে তার দু'টি কিডনীই অকোজো হয়ে যায়। দুরারোগ্য ও জটিল চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন এবং তার ব্যয়বহুল চিকিৎসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

২। জনাব মো: আবু সাইদ-এর আবেদনক্রমে, বিশেষ করে তাঁর চিকিৎসা অব্যাহত রাখার স্বার্থে, বিশেষ বিবেচনায় ও একান্ত মানবিক কারণে এবং বোর্ডসভার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন সাপেক্ষে তদানীন্তন মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে তাঁকে ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। এ ধরণের অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোন বাজেট আছে কিনা সে বিষয়ে জ্ঞালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, এরপ অনুদান প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের কোন বাজেট নেই। এ বিষয়ে মাননীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী এ মর্মে মত ব্যক্ত করেন যে, বিশেষ বিবেচনায় মানবিক কারণে এই ১(এক) লক্ষ টাকা অনুদানের বিষয়টি অনুমোদন করা যেতে পারে।

৩। এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

**সিদ্ধান্ত :**

অধুনালুণ্ঠ সেতু বিভাগ' এর সহকারী সচিব ও কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মরহুম মো: আবু সাইদকে একান্ত মানবিক কারণে এবং পূর্ব নজিরের আলোকে তদানীন্তন মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে ইতোপূর্বে প্রদত্ত এক লক্ষ টাকা প্রদানের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়।

**আলোচ্যসূচী-১৩ :** টোল খাত হতে ব্যয়িত ১৩.৬৩ (তের কোটি তেষটি লক্ষ) কোটি টাকার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নির্বাহী পরিচালক টোল খাত হতে ইতিপূর্বে ব্যয়িত ১৩.৬৩ (তের কোটি তেষটি লক্ষ) কোটি টাকার বিষয়টি সভায় পেশ করে বলেন যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় মূল প্রকল্পের অনুকূলে ২০০১-২০০২ আর্থিক সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) হতে অর্থ ছাড় করতে বিলম্ব হওয়ায় জরুরীভিত্তিতে বিভিন্ন ঠিকাদারগণের বিল পরিশোধের লক্ষ্যে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ও কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি দফায় (৩.৫৭+৮.১৩+১.৯৩)=১৩.৬৩ (তের কোটি তেষটি লক্ষ) কোটি টাকা টোল খাত হতে ব্যয় করা হয়েছে।

২। তিনি আরও জানান যে, এপ্রিল/২০০২ পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন হতে চলতি (২০০১-২০০২) অর্থ বৎসরে বরাদ্দকৃত ৮৫.০০ (পচাশি) কোটি টাকার মধ্যে কেবলমাত্র ১০.৭০ (দশ কোটি সত্তর লক্ষ) কোটি টাকা ছাড় করার সম্ভতি পাওয়া যায়, যা দিয়ে জরুরী ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে বিধায় তা দিয়ে টোল খাতের অর্থ সমন্বয় করা সম্ভব হয়নি। অবশিষ্ট অর্থ ছাড় করা সম্ভব হলে টোল খাতের ব্যয়িত অর্থ সমন্বয় করা হবে। বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

### সিদ্ধান্তঃ

২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতি না পাওয়ায় যথাসময়ে ছাড়করণ সম্ভব না হওয়ায় মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ও কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে টোল খাত হতে ব্যয়িত  $(3.57+8.13+1.98)=13.68$  (তের কোটি আটষষ্ঠি লক্ষ) কোটি টাকার বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়।

### আলোচ্যসূচী-১৪ : জেএমবিএ'র ২০০০-২০০১ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিরাগত অডিটর নিয়োগ প্রসঙ্গে।

যবসেক-এর ২০০০-২০০১ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিরাগত অডিটর নিয়োগ প্রসঙ্গটি নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করে বলেন যে, যবসেক অধ্যাদেশ নং XXXIV ১৯৮৫ অনুযায়ী দু'টি চাটার্ড একাউন্ট ফার্ম দ্বারা কর্তৃপক্ষের বাস্তরিক হিসাব নিরীক্ষার বিধান রয়েছে এবং সে মোতাবেক প্রতি বৎসরের বার্ষিক হিসাব দু'টি চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। দাতা সংস্থার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত হিসাবের অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করে তাদের নিকট পেশ করতে হবে। ১৯৮৪-৮৫ সাল হতে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে অডিটর নিয়োগ করে নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এবং ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষিত হিসাব পাওয়া গেছে।

২। তিনি আরও জানান যে, ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরের হিসাবের নিরীক্ষা অন্তিবিলম্বে সম্পাদনের লক্ষ্যে অডিটর নিয়োগ খুবই জরুরী। যবসেক-এর ৫০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি এক বৎসর পর বর্তমানে নিয়োজিত ফার্ম দু'টির মধ্যে একটি পরিবর্তন করতে হবে। যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ১৯৮৫-৮৬ হতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা কার্য যে সমস্ত ফার্ম দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, তাদের একটি তালিকা নির্বাহী পরিচালক সভায় পেশ করেন। উক্ত তালিকা হতে সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে দু'টি ফার্ম যথা : আলম চৌধুরী মোস্তফা এন্ড কোং এবং হাওলাদার ইউনুচ এন্ড কোং-কে ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরের হিসাবের নিরীক্ষা সম্পাদনে নির্বাচন করা হয়।

### ৩। এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

### সিদ্ধান্তঃ

- ক) ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য আলম চৌধুরী মোস্তফা এন্ড কোং এবং হাওলাদার ইউনুচ এন্ড কোং-কে নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।
- খ) অডিটরদের ফি ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরের জন্য বর্তমান হার ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা (প্রতিটি ফার্মের জন্য) বহাল রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

### আলোচ্যসূচী-১৫ : ইফ্যাপ কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী এনজিও ব্র্যাকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ একমাস বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন ব্যয়ের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গটি সভায় পেশ করে নির্বাহী পরিচালক বলেন যে, নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তিন্দের ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য এনজিও ব্র্যাকের সাথে সম্পাদিত সম্পূরক চুক্তির মেয়াদ ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০১ সালে শেষ হয়। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ শেষ না হওয়ায় যবসেক বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে একমাস সময় বৃদ্ধি করা হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই একমাস সময় বর্ধিত করা হলেও পূর্বের চুক্তিতে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে বায় সীমিত রাখা হয়। ব্র্যাকের সাথে ২৯/৫/৯৭ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী মোট প্রদেয় টাকার পরিমাণ ছিল ৩,৭২,৮৪,৮২০/- টাকা। চুক্তি অনুযায়ী খাতওয়ারী অর্থের মধ্যে



কোন কোন খাতে অধিক ব্যয় হয়েছে এবং কোন কোন খাতে কম ব্যয় হয়েছে। এ বিষয়ে ব্র্যাকের সাথে ঘোষণা অনুষ্ঠিত হয়। একটি ফটোকপিয়ার ক্রয় বাবদ বাজেটের অতিরিক্ত ৪,২৫,০০০/- টাকা অনুমোদন করা হয়নি। অন্যান্য ব্যয় যুক্তি সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় মোট ৩,৭২,৮৪,৮২০/- টাকার স্থলে সর্বমোট ৩,৩৭,৬৬,৯৯০/- টাকা যবসেক বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিশোধ করা হয়।

২। তিনি আরও জানান যে, এনজিও ব্র্যাকের সাথে সম্পাদিত সম্পূরক চুক্তির বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় সীমিত রেখে ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১ মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত এক মাসের সময়সীমা বৃদ্ধি এবং ২৯/৫/১৯৯৭ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে ৩,৩৭,৬৬,৯৯০/- (তিনি কোটি সাঁইগ্রিশ লক্ষ ছেষটি হাজার নয়শত নিরানন্দই) টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্যদের কোন আপত্তি না থাকায় সর্বসম্মতিক্রম তা অনুমোদিত হয়।

৩। আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

এনজিও ব্র্যাকের সাথে সম্পাদিত সম্পূরক চুক্তির বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সীমিত রায়ে ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১ মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত এক মাসের সময় সীমা বৃদ্ধি এবং ২৯/৫/১৯৯৭ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে পরিশোধিত ৩,৩৭,৬৬,৯৯০.০০ (তিনি কোটি সাঁইগ্রিশ লক্ষ ছেষটি হাজার নয়শত নিরানন্দই) টাকার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্যদের কোন আপত্তি না থাকায় সর্বসম্মতিক্রম তা অনুমোদিত হয়।

#### আলোচ্যসূচী-১৬ : ভূয়াপুর পূর্ব পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১০ শতাংশের প্লট বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

ভূয়াপুর পূর্ব পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১০ শতাংশের প্লট বরাদ্দ প্রসঙ্গটি নির্বাহী পরিচালক সভায় পেশ করে বলেন যে, Revised Resettlement Action Plan (RRAP)-এ সর্বোচ্চ ৭.৫ শতাংশ জমি বরাদ্দ দেয়ার বিধান আছে। পরবর্তীতে সর্বোচ্চ ১০ কাঠা অর্থাৎ ১৬.৫ শতাংশ জমি বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে ২১/১২/৯৪ইং তারিখে তদনীন্তন নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ৩০/৩/৯৭ইং তারিখে পুনর্বাসন সমন্বয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে পুনর্বাসন এলাকায় ৫ শতাংশের অধিক প্লট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হবেনা। উক্ত সিদ্ধান্তের পর থেকে পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়। পরবর্তীতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ৫ শতাংশের ২টি করে প্লট বা ১০ শতাংশ জমি দখল করে ঘরবাড়ী নির্মাণ করে এবং গাছপালা রোপন করে। বিধি বর্তিভূত ৫ শতাংশের অধিক জমির দখল ছেড়ে দেয়ার জন্য দখলদারীদেরকে বারবার তাগিদ দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ১৬/১০/২০০০ইং তারিখে চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হয়। কিন্তু অধিক জমির দখলদারগণ উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন নিবেদন করতে থাকে। চূড়ান্ত নোটিশ দেয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উদ্বৃত্ত সমস্যা উর্ধতন কর্তৃকর্তব্যন্দি সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে ভূয়াপুর পুনর্বাসন এলাকাতে যারা ১০ শতাংশ দখল করে আছে সেখানে তাদের একাধিক ঘর ছাড়াও দখলকৃত এলাকায় রোপিত গাছপালা অনেক বড় হয়ে গেছে।

২। নির্বাহী পরিচালক আরো জানান যে, পরিবারের লোকসংখ্যা এবং অধিগ্রহণকৃত জমিতে বাড়িঘরের জমির পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনা করে দখলদারগণ ১০ শতাংশ প্লট বরাদ্দের জন্য বারবার আবেদন করতে থাকে। সরজমিনে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে বর্তমান ভূয়াপুর পুনর্বাসন-২ এলাকাতে মোট ১৯টি পরিবার এবং ভূয়াপুর পুনর্বাসন-৩ এলাকাতে মোট ২০টি পরিবার ৫ শতাংশের অধিক পরিমাণ জমি দখল করে আছে। তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নোটিশ দেয়ার পর অধিক তারা দখল ছাড়েন। কিন্তু তাদের এই অবিধ দখল থেকে উচ্ছেদ করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য নেয়া হলে স্থানীয়ভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দখলকারীদের বাস্তব সমস্যা, আর্থিক ক্ষতি এবং মাননীয় জন প্রতিনিধিগণের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিষয়টি যাচাই

করে যথার্থ বিবেচিত হওয়ায় আবেদনকারীদের অনুকূলে পুনর্বাসন নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্যতা পরীক্ষা করে যাবসেক বোর্ড সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে ৩৯টি পরিবারকে ১০ শতাংশের প্লট বরাদ্দ দেয়ার জন্য তদনিষ্ঠন সচিব মহোদয় ১৫/৩/২০০১ইঁ তারিখে অনুমোদন প্রদান করেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জনসংখ্যা, নির্মিত স্থাপনা এবং গাছপালা রোপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কারণে ৩৯টি পরিবারকে ভূয়াপুর পুনর্বাসন এলাকায় ১০ শতাংশের প্লট বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে মাননীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, বিষয়টি আরও ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। তাছাড়া যেসব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অন্য কোন সুবিধাদি পায়নি, তাদেরকেই এই বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। তবে এ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করতে হবে।

৩। আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যান্য সুবিধাদি গ্রহণ করেনি, শুধুমাত্র তাদেরকে ১০ শতাংশ প্লট বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। তবে প্লট বরাদ্দের বিষয়টি বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুমোদনের জন্য তা পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করতে হবে।

#### আলোচ্যসূচী-১৭ : ভূয়াপুর পুনর্বাসন এলাকায় নির্মিত ৮টি অস্থায়ী সেডে ৪০(চল্লিশ) ইউনিট ব্যারাক বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

নির্বাহী পরিচালক ভূয়াপুর পুনর্বাসন এলাকায় নির্মিত ৮টি অস্থায়ী সেডে ৪০(চল্লিশ) ইউনিট ব্যারাক বরাদ্দ প্রসঙ্গটি সভায় উত্থাপন করে বলেন যে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে অধিগ্রহণকৃত জমির দখল ছেড়ে দিয়ে নতুন বাসস্থানের সংস্থান করা পর্যন্ত সময়ে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নেয়ার জন্য ভূয়াপুর পুনর্বাসন এলাকায় ৮টি সেড নির্মাণ করা হয়েছিল। ভূয়াপুর পুনর্বাসন এলাকায় ৮টি সেডে ৪০টি ব্যারাক/ইউনিট রয়েছে। এগুলো কখনো স্থায়ীভাবে কারো ব্যারাকে বরাদ্দ দেয়া হয়নি। বর্তমানে কিছু পরিবার বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকায় বরাদ্দ বিহীন অবস্থায় সেডগুলোতে বসবাস করছে। অস্থায়ী শেডগুলো প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ইপিদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এ বিষয় নিয়ে পুনর্বাসন সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটির একটি সভা হয়। আলোচনার পর সমন্বয় কমিটির সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে নির্বাহী পরিচালক জানান :

*"Baracks which were used for temporary Refuge for resettlers during transitional period, need to be disposed of and allotted. The meeting decides that barrack to be allotted among EPs. Every two units will constitute a single unit (plot) for allotment. Awarded EPs will not be entitled to House Construction Grants (HCG). Uthulies and Squatters will get preference."*

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Entitled Person-দের (EP) প্রাপ্যতা যাচাই করে পরিবার প্রতি ২(দুই) ইউনিট হিসাবে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া যেতে পারে।

২। সভায় এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

ক্ষতিগ্রস্ত ইপিদের সাহায্যার্থে ৮টি সেডের ৪০টি ব্যারাক/ইউনিট, পরিবার প্রতি ২ (দুই) ইউনিট হিসাবে, বন্দোবস্ত দেয়ার বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়।

## আলোচ্যসূচী-১৮ : পুনর্বাসন প্রকল্পের সংশোধিত প্রকল্প ছক পুনঃ সংশোধন প্রসঙ্গে।

পুনর্বাসন প্রকল্পের সংশোধিত প্রকল্প ছক পুনঃ সংশোধন প্রসঙ্গটি সভায় তুলে ধরে নির্বাহী পরিচালক জানান যে, পুনর্বাসন প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০০২ সালে নির্ধারিত থাকলেও এ সময়ের মধ্যে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা এবং বন্যা ও নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতিমালা অনুযায়ী সমস্ত বিষয় নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে না। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাদের দাবীর স্বপক্ষে সকলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে বার্থ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আদালতে সংশ্লিষ্ট জমি সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন থাকায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীদারদের মধ্যে হিস্যা নিয়ে বিরোধ থাকায় নীতিমালা অনুযায়ী যাবতীয় দাবী পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতি ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবী নিয়ে দেওয়ানী আদালতে একের পর এক মামলা দায়ের হচ্ছে। তিনি আরও জানান যে, এ সকল মামলা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি প্রয়োজন, এবং এ সকল মামলার সাথে বিপুল পরিমাণ অর্থের সংশ্লেষণ রয়েছে। তাছাড়া, জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে যে সমস্ত জমি হৃকুম দখল করা হয় সে সকল জমির বিপুল সংখ্যক মালিক বিবিধ কারণে জেলা প্রশাসকের কার্যলয় থেকে এখনও ক্ষতিপূরণ পায়নি। ফলে সে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা পুনর্বাসন নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য বিভিন্ন ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না।

২। নির্বাহী পরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, দু'টি পুনর্বাসন এলাকায় আশ্রয়হীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বসতবাড়ীর জন্য প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়। অনেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে নদী তীরে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু পুনরায় নদী ভাঙ্গনের কারণে পুনর্বাসন এলাকায় ক্রমবর্ধমান হারে আশ্রয় নিতে থাকে। এদের পুনর্বাসন এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দিতে হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ঝুঁ প্রদান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কারণে ৯০ কোটি টাকার একটি পুনঃ সংশোধিত প্রকল্প ছক প্রণয়ন করা হয়েছে, যা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। মাঠ পর্যায়ে পুনর্বাসনের কাজ এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ প্রকল্পের সময়সীমা জুন/২০০৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা প্রয়োজন। নির্বাহী পরিচালকের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মাননীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্বী বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে। তবে পুনর্বাসন প্রকল্পের সংশোধিত প্রকল্প ছক যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত অনুমোদিত ব্যয় ৭৫.০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

৩। আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

### সিদ্ধান্ত :

- ক) পুনর্বাসন প্রকল্পের সময়সীমা জুন/২০০৩ পর্যন্ত বর্ধিত করণের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়।
- খ) পরিকল্পনা কমিশনে বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত পুনর্বাসন প্রকল্প ছক যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রকল্পের বিপরীতে অনুমোদিত ব্যয় ৭৫.০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

## আলোচ্যসূচী-১৯ : “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ”-এর নাম পরিবর্তন।

অতঃপর নির্বাহী পরিচালক “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ”-এর নাম পরিবর্তনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, যমুনা নদীর ওপর একটি বহুমুখী সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে ‘যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ’ গঠন করা হলেও ১৯৮৫ সনের Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance ১৯৯৮ সালে সংশোধন করে সেতু নির্মাণের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বসহ পদ্মা সেতু এবং অন্যান্য বড় বড় সেতু, ফ্লাই-ওভার, বাইপাস, টোল-সড়ক ইত্যাদি নির্মাণের দায়িত্ব অত্র কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পন করা হয়েছে। তিনি জানান যে, বাস্তবতার আলোকে কর্তৃপক্ষের নামের শুরুতে ‘যমুনা’ শব্দটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে অন্যান্য সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সৃষ্টির অবকাশ থেকে যায়। তাই সকল প্রকার সংশয় ও বিভাস্তি দূর করার লক্ষ্যে ‘যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ’ নামটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

২। নির্বাহী পরিচালক অত্র কর্তৃপক্ষের নাম 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ' ('Bridge Authority of Bangladesh') রাখার প্রস্তাব করেন। প্যানেল অব এক্সপার্টের সদস্য ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী অত্র কর্তৃপক্ষের নাম 'জাতীয় সেতু কর্তৃপক্ষ' ('National Bridge Authority') রাখার প্রস্তাব করেন। সভায় অন্যান্য সদস্যদের আলোচনার প্রেক্ষিতে মাননীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তিনটি নাম যথা : 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ'/বাসেক ('Bridge Authority of Bangladesh'), 'জাতীয় সেতু কর্তৃপক্ষ'/জাসেক ('National Bridge Authority') ও 'সেতু কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ'/সেকব ('Bridge Authority, Bangladesh') সুপারিশ করেন। অত্র সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবিত নামসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করতে হবে বলে মাননীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩। আলোচনাত্তে সেতু কর্তৃপক্ষের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয় :

#### সুপারিশ :

- ক) 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ'/বাসেক ('Bridge Authority of Bangladesh');
- খ) 'জাতীয় সেতু কর্তৃপক্ষ'/জাসেক ('National Bridge Authority') ও
- গ) 'সেতু কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ'/সেকব ('Bridge Authority, Bangladesh')

যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ অত্র কর্তৃপক্ষের নাম পরিবর্তনের জন্য উপরে বর্ণিত সুপারিশকৃত নামসমূহ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং মন্ত্রণালয় তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পেশ করবে।

পরিশেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(সালাহ উদ্দিন আহমদ )  
প্রতিমন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

২১ মে, ২০০২ ইং তারিখে অনুষ্ঠেয় যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের  
৭৫তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা।

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/সংস্থা
১।	জনাব আফজাল হোসেন আহমেদ, সচিব	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২।	জনাব ফয়সাল আহমদ চৌধুরী, সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩।	মেজর জেনারেল এম এম ইকরামুল হক সি.জি.এস, সেনাবাহিনী	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা।
৪।	জনাব খায়রুজামান চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সচিব	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
৫।	সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, অতিরিক্ত সচিব	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা।
৬।	জনাব এম. ওয়াই. খান মজলিশ, বিভাগীয় প্রধান	পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৭।	খাজা গোলাম আহমেদ, যুগ্ম-সচিব	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮।	জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব	অর্থ বিভাগ, ঢাকা।
৯।	জনাব রফিক আহমেদ, যুগ্ম-সচিব/পরিচালক (থেসাসন)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১০।	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম-সচিব/পরিচালক (অর্থ)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১১।	ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী, পিওই	যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, ঢাকা।
১২।	ডঃ আইনুন নিশাত, পিওই	যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, ঢাকা।
১৩।	ডঃ এম, ফিরোজ আহমেদ, পিওই	যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, ঢাকা।
১৪।	শেখ রবিউল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৫।	জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা, পরিচালক (পিএভএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৬।	জনাব এ.টি.এম. আতাউর রহমান, উপ-সচিব	বিদ্যুৎ বিভাগ, ঢাকা।
১৭।	জনাব বিকাশ চৌধুরী, উপ-সচিব/প্রকল্প পরিচালক (পুনর্বাসন)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৮।	জনাব রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, উপ-সচিব/অতিঃ পরিচালক (প্রঃ)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৯।	জনাব আমানউল্লাহ আল-ফারুক, প্রকল্প পরিচালক	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
২০।	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, অতিঃ পরিচালক (পিএভএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
২১।	জনাব আবু মোঃ মহিউদ্দিন কাদেরী, সিনিয়র সহকারী প্রধান	পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।